Q. স্বাধীন রাজ্য হিসেবে অযোধ্যার উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করো।

উঃ- অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্য সমূহের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য গুলি হল অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও বাংলা। সেযুগে অযোধ্যা রাজ্যটি শুধু অযোধ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর পূর্বদিকে বেনারস এবং পশ্চিমের কিছু অঞ্চল, এলাহাবাদ ও কানপুরের কয়েকটি জেলা নিয়ে রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল।

সাদাত খান :- স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সাদাত খান বুরহান মুলক। মধ্য এশিয়ার খোরাসানের অধিবাসী সাদাত খানের আসল নাম হল মীর মহম্মদ আমিন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি সারবুলন্দ খানের অধীনে কাজ করেন এবং পরে তিনি সম্রাট ফাররুখশিয়রের অধীনে হিন্দাওন ও বায়ানার গভর্নর হিসেবে কাজ করেন। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুঘল অভিজাত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং আগ্রার গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৭২২ খ্রিঃ অযোধ্যার সুবাদারের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি গাজীপুর, জৌনপুর ও চুনার অযোধ্যার সীমানাভুক্ত করে নেন। ক্রমশ তিনি শক্তি ও খ্যাতি লাভ করেন এবং নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় সম্রাটের আহ্বানে তিনি দিল্লীতে আসেন। নাদির শাহের সঙ্গে কার্নালের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং এক অবাঞ্ছিত চুক্তি করে লাঞ্ছিত হন। এরই পরিণতিতে ১৭৩৯ খ্রিঃ তিনি আত্মহত্যা করেন।

সাদাত খান ছিলেন সেযুগের একজন সফল অভিজাত, দক্ষ শাসক এবং যোগ্য সেনাপতি। তিনি যখন অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত হন তখন চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা চলেছিল। মুজাফফর আলম দেখিয়েছেন দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জমিদাররা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। আফগান ও রাজপুত জমিদাররা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের দমন করে সুবাদারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছিল বেশ দুরূহ কাজ। এই জমিদারদের অনেকে ছিলেন "মদদ-ই-খাস" নামক অনুদানের অধিকারী এবং শক্তিশালী সামরিক গোষ্ঠী। এরা অর্থ সঞ্চয় করে অনেক পুরনো জমিদারী কিনেছিলেন এবং দুর্গ নির্মাণ ও সেনা সংগ্রহ করে প্রায় স্বাধীনভাবে চলতে থাকেন। সাদাত খান অযোধ্যার সুবাদার হিসাবে এই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। তিনি কঠোর ভাবে জমিদারদের দমন করে তাদের আনুগত্য স্বীকার করতে ও রাজস্ব দিতে বাধ্য করে। বিশৃঙ্খল অযোধ্যা রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে সাদাত খান স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অযোধ্যা রাজ্যে আরেকটি বড় সমস্যা ছিল এই রাজ্যে মুঘল সুবাদারদের অনেকের জায়গীর ছিল এবং মনসবদাররা নিজস্ব আমিন নিযুক্ত করে রাজস্ব আদায় করতেন। এই আমিনরা ভূমি রাজস্ব আদায়, পুঁজি ও প্রশাসনিক কিছু অধিকার ভোগ করত এবং প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিত। সাদাত খান জায়গীর মহল থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার নিজের হাতে তুলে নেন। সংগৃহীত রাজস্ব থেকে মনসবদারদের প্রাপ্য তিনি মিটিয়ে দিতেন। তিনি জায়গীর মহলের আমিনও আমিনদের নিযুক্ত করতেন। এই সংস্কারের ফলে সুবাদারের আয় বেড়েছিল। মুজাফ্ফর আলম মনে করেন এই সংস্কারের মাধ্যমে সাদাত খান ~~অযোধ্যার~~ অযোধ্যায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সমগ্র অযোধ্যার উপর সুবাদারের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় এবং মুঘল জায়গীরদাররা অপসারিত হন। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাদাত খান তাঁর জীবদ্দশায় অযোধ্যায় জায়গীরদারী ব্যবস্থা পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে পারেননি।

সফদর জং:- সাদাত খানের মৃত্যুর পর অযোধ্যার সুবাদার হন তাঁর ভাতুষ্পুত্র ও জামাতা সফদর জং (১৭৩৯ খ্রি — ১৭৫৪ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন এক যোগ্য শাসক। শাসন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতৃব্য সাদাত খানের নীতি অনুসরণ করেন। তিনি বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করে অযোধ্যায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করেন যে সফদর জংয়ের সময়ে অযোধ্যায় শান্তি বজায় ছিল এবং অযোধ্যায় সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। অযোধ্যার নতুন শাসকরা আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ও বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চপদে নিয়োগ করা হত। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মারাঠা আক্রমণের সময় সম্রাট তাঁকে বাংলা ও বিহার রক্ষা করতে বলেন। তিনি বিহারের পাটনার কাছে গিয়ে হাজির হন, আবার সম্রাটের আদেশে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। ১৭৪৮ খ্রিঃ সম্রাট তাঁকে উজির পদে নিয়োগ করেন। তবে তাঁর অনেক সমস্যা ছিল। পুরনো অভিজাতরা তাঁকে ভুঁইফোড় বলে গণ্য করতো, পরিবারের লোকেরা তাঁর বিরোধিতা করত। তিনি আফগানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ১৭৫২ খ্রিঃ সম্রাটের আদেশে তিনি রোহিলা ও বাঙ্গাশদের সাথে শান্তি স্থাপন করেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সুজা-উদ্-দৌলা : ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে সফদর জঙ্গের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সুজা-উদ্-দৌলা (১৭৫৪–১৭৭৫ খ্রিঃ) অযোধ্যার নবাব হন। এই নবাবের ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নতমানের ছিল না। সমকালীন জনৈক ফারসি প্রামাণ্যে লিখেছেন, শিকার ও বিলাস-ব্যসনে সুজা-উদ্-দৌলা মত্ত থাকতেন। তিনি সুদক্ষ সেনানী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রপ্রিয়। দ্বিধাগ্রস্ততা ও দুর্বলতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুজা-উদ্-দৌলার সময়কাল নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। তিনি ও যুবরাজ দ্বিতীয় শাহ আলম মুঘল উজির ইমাদ-উল-মুল্কের বিরোধী ছিলেন। সম্রাট হয়ে দ্বিতীয় শাহ আলম তাঁকে উজির হিসাবে নিযুক্ত করেন।

ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়ে বাংলার নবাব ~~মীরজাফর~~ মীরকাশিম সুজা-উদ্-দৌলার সাহায্যপ্রার্থী হন। সুজা-উদ্-দৌলা, মীরকাশিম এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম বাংলা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ত্রিশক্তি জোট বাংলার দিকে অগ্রসর হলে ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মনরো ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে ত্রিশক্তি জোটকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পর কর্নেল ফ্লেচার ১৭৬৫ খ্রিঃ কারার যুদ্ধে সুজা-উদ্-দৌলাকে পরাজিত করে বেনারস, বক্সার ও এলাহাবাদ অধিকার করে নেন। সমগ্র অযোধ্যার ওপর ব্রিটিশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। সম্রাট শাহ আলম বক্সার যুদ্ধের পর ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। বিহার ও বাংলার ওপরও ইংরেজদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্নর হয়ে এসে সুজা-উদ্-দৌলার সঙ্গে এলাহাবাদের চুক্তি করেন (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট)। সুজা-উদ্-দৌলা তাঁর রাজ্য ফিরে পান। তবে এলাহাবাদ ও কোরা অঞ্চল দুটি ইংরেজ কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এছাড়া ইংরেজরা চুনার অঞ্চল নিজেদের অধিকারে রেখেছিল। বেনারসের জমিদারদের ওপর ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। ~~যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ~~ নবাব সুজা-উদ্-দৌলা কোম্পানীকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণবাবদ ৫০ লক্ষ টাকা দেন। এবং এই দুই শক্তির মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিরক্ষার শর্তস্বরূপ ইংরেজ সেনাবাহিনীর ব্যয়ভারের দায়িত্ব নবাবকে বহন করতে হয়। এই চুক্তির পর অযোধ্যা একটি "নিরপেক্ষ বাফার স্টেট" নয়, ইংরেজ অধীনস্থ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

একটি আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

১৭৬৫ খ্রিঃ চুক্তির পর সুজা-উদ-দৌলা পশ্চিমী ধাঁচে সেনাবাহিনী গঠনের দিকে মন দেন। ব্রিটিশ কোম্পানী নবাবের এই কাজকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। তাই নবাবের সঙ্গে এক চুক্তি করে নবাবের সৈন্যবাহিনী গঠনের কাজে বাধা দিয়েছিল। সুজা-উদ-দৌলা উপলব্ধি করেন যে ইংরেজ শক্তি তাঁর সম্প্রসারণ মেনে নেবে না। ওয়ারেন হেস্টিংস এই চুক্তি বাতিল করে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে নবাবের সঙ্গে বেনারসের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই সময় মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম মারাঠাদের সাহায্য নিয়ে দিল্লীতে চলে যান। হেস্টিংস তাঁর ~~প্রাপ্য~~ ~~রাজস্ব~~ প্রাপ্য রাজস্ব বন্ধ করে দেন এবং কোরা ও এলাহাবাদ অঞ্চল নবাবের কাছে ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রী করে দেন। সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তির নবীকরণ করা হয়। এই চুক্তির দ্বারা নবাব সুজা-উদ-দৌলা ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করেন এবং রোহিলাখণ্ডকে অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সুজা-উদ-দৌলার মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আসফ-উদ-দৌলা অযোধ্যার নবাব হন, এই সময়ে অযোধ্যা রাজ্যটি ছিল কার্যত কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্য। ১৮০১ খ্রিঃ লর্ড ওয়েলেসলি অযোধ্যার সমৃদ্ধ দোয়াব অঞ্চল অধিকার করে নেন। ক্রমে নবাব কোম্পানীর আশ্রিত মিত্রে পরিণত হন। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে কুশাসনের অভিযোগে পদচ্যুত করে গভর্নর জেনারেল ডালহৌসি সমগ্র রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner